সিলেট বিভাগের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

জেনিস ফারজানা তানিয়া

স্বত্বাধিকারী:
আলিয়া’স কালেকশন

www.jftania.com

সিলেটের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

February 17, 2024
Admin

বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদের নাম সিলেট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর হওয়ার কারণে সিলেটের ব্র্যান্ডিং স্লোগান করা হয়েছে ‘প্রকৃতি কন্যা সিলেট’ নাম। এ জেলা বনজ, খনিজ ও মৎস্য সম্পদে ভরপুর। পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ সিলেট। এই জনপদ সম্পদের ভরপুর হলেও সিলেট জেলার একটিও জিআই পণ্য নেই। অথচ জিআই পণ্যের দিক থেকে প্রথম সারি একটা জেলা হতে পারে সিলেট জেলা।

এখানের রয়েছে জলবায়ু ও ফসলে বৈচিত্র্য। এর মধ্যে চা, সাতকরা, কমলা, পান সহ অসংখ্য পণ্য রয়েছে জিআই স্বীকৃতি অর্জন করতে পারে। সিলেট অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ শীতলপাটি উৎপাদন হলেও বিসিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শীতলপাটি হিসেবে জিআই মর্যাদা পেয়েছে। সে হিসেবে সিলেট জেলা জিআই পণ্যের সংখ্যার দিক থেকে শূন্যের কোটায় অবস্থান করছে। আজকে আমি আলোচনা করবো সিলেটের সম্ভাব্য জিআই পণ্য নিয়ে। যেগুলো জিআই অর্জন করার মতো সব ধরনের শর্ত পূরণ করতে সক্ষম বলে আমার বিশ্বাস।

সিলেটের চা

সিলেটে উঁচু-নিচু টিলায় ভরপুর হওয়ার কারণে এখানকার মাটি ও জলবায়ু চা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এর জন্য 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ' নামে খ্যাতি অর্জন করেছে সিলেট। উপমহাদেশে চা'য়ের চাষ শুরু হয় সিলেটে। এখানকার প্রথম চা বাগানের নাম মালনীছড়া। যা তখনকার ইংরেজ কালেক্টর ও ব্যবসায়ী হার্ডসনের হাতে ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৪৯ সালে। এই ব্যবসায়ীর মাধ্যমে চা সহ আরও অন্যান্য ফসলের চাষ হয়েছিল সিলেটের মাটিতে। মালনীছড়া চা বাগান একটি বিখ্যাত দর্শনীয় স্থানও। দেশ বিদেশে থেকে পর্যটকরা ভীড় করেন মালনীছড়ায়। এই চা বাগান একটি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বাহক।

সিলেটে মালনীছড়ার পাশাপাশি আরও ২০টি চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য লাক্কাতুরা চা বাগান, তারাপুর চা বাগান, কালাগওল চা বাগান, চিকনাগুল চা বাগান ছাড়াও শতশত চা বাগান রয়েছে। সরকারি হিসাব বলছে ২৮ হাজারের বেশি চা চাষ হয় সিলেট জেলায়। দেশের চাহিদা মিটিয়ে যায় বিদেশে। সিলেটের চা জিআই স্বীকৃতি পেলে দেশ বিদেশে আরও বেশি চাহিদা ও ব্র্যান্ডিং হবে। যা কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে।

সিলেটের বেত পণ্য

বেত পণ্য সিলেটের ঐতিহ্য। সিলেটের প্রায় সব বাড়ি ঘরে বেত পণ্যের ব্যবহার হয়ে আসছে যুগের পর যুগ। অতিথিদের খুশি করতেও বেত পণ্যের উপহার দিয়ে থাকেন সিলেটবাসী। সব মিলিয়ে এটি যেমন সিলেটের ঐতিহ্য একই সাথে সিলেটের সংস্কৃতির অংশ। এই বিখ্যাত পণ্যের জন্য সিলেটের ঘাসিটুলায় বেতপল্লী গড়ে উঠেছে বহু আগে। এখানকার উৎপাদিত বেত পণ্য কেবল সিলেটে নয় দেশের সিংহভাগ চাহিদা পূরণে অবদান রাখছে। বেত পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি ৫ হাজার মানুষের শ্রম ও দক্ষতা জড়িয়ে আছে। এছাড়াও বিক্রি ও অন্যান্য ভাবে আরও হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান রয়েছে সিলেটের বেত শিল্পে। একটা মিথ আছে কারিগরি দক্ষতার যেন হেরপের না হয় তাই ঘাসিটুলার ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো না অন্য কোথাও।

সিলেট পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ার কারণে এখানকার বনাঞ্চলে বেতের উৎপাদন খুবই ভালো হয়। তাই বলা যায় এখানাকার মাটি ও আবহাওয়া বেত পণ্যের জন্য বিশেষ উপযোগী। আর জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য স্থানীয় মাটি, জলবায়ুর বিশেষ ভূমিকা থাকার গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও জিআই স্বীকৃতির অন্যতম শর্ত হলো যেকোন পণ্যের ইতিহাস ৫ দশকের বেশি হওয়া শ্রেয়। জানা যায় ১৮৮৫ সালের দিকে প্রথম বেত পণ্য উৎপাদন হয় সিলেটে। দেশের চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি প্রবাসীদের মাধ্যমে যায় বিদেশেও। এই বেত থেকে কেবল ১-২ রকম নয় অন্তত ৫০ রকমের পণ্য উৎপাদন হয়ে আসছে। তাই অন্তত ১০ রকম বেত পণ্যের জিআই স্বীকৃতি পেতে পারে।

সিলেটের সাতকরা

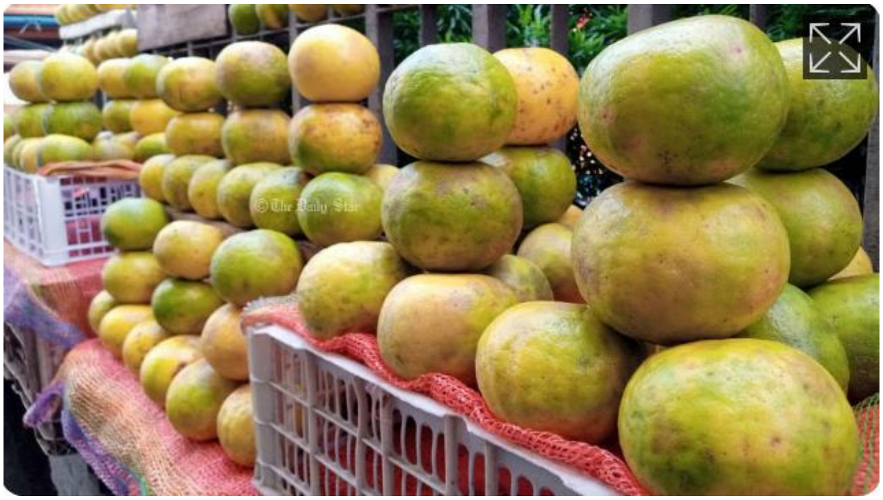

টক ও সুগন্ধি স্বাদের এক প্রকার ফলের নাম সাতকরা। তবে সাতকরা লেবু কিংবা কমলা নয়। এটি স্বতন্ত্র একটি পণ্য। লেবু যেমন কাঁচা খাওয়া যায়, তেমনি সাতকরা খেতে হয় মাংস কিংবা মাছ দিয়ে তরকারি রান্না করে অথবা আচার বানিয়ে। সর্বপরি প্রক্রিয়াজাত করে। সাতকরা সিলেটের বিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী ফলের নাম। পর্যটকদের কাছে একটি আকর্ষণীয় ফল। দাবি আছে সাতকরায় পাওয়া যায়, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। সাতকরা একটি অর্থকরী ফসল। অগণিত মানুষের উপার্জন মাধ্যম হচ্ছে এই সাতকরা। জিআই স্বীকৃতির জন্য চেষ্টা করার সুযোগ আছে সাতকরা নিয়ে।

খাসিয়া পান

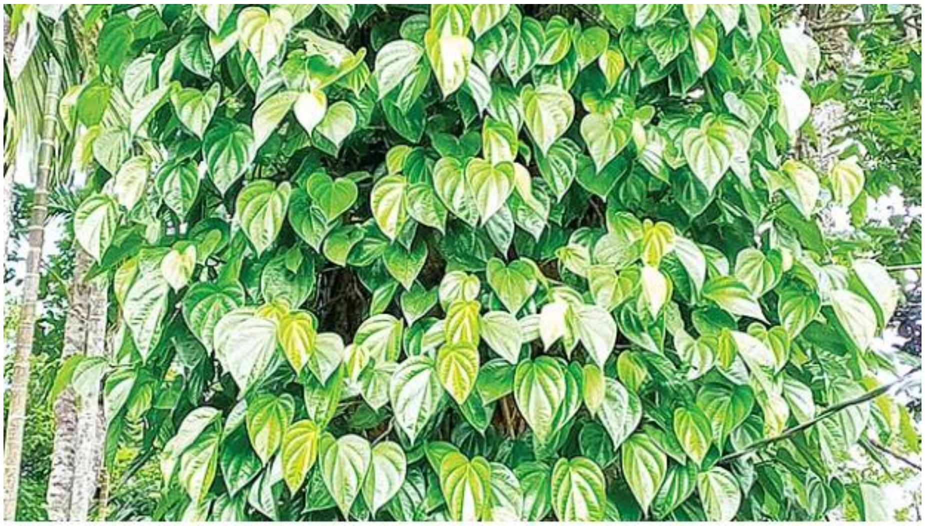

সিলেট পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ার কারণে সিলেটের মাটিতে বেশ কিছু আদীবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম খাসিয়া। অনেকগুলো পুঞ্জ বা গ্রামে ছড়িয়ে আছে খাসিয়াদের বসবাস। তাদের প্রধান আয়ের উৎস কৃষি কাজ। তাদের জুম চাষে পানের চাষ বহুকাল ধরে হয়ে আসছে সিলেট অঞ্চলে। অন্য পানের চেয়ে আকার আকৃতি ও স্বাদের পার্থক্য রয়েছে খাসিয়া পানে। একই সাথে রয়েছে উৎপাদন পদ্ধতির ভিন্নতা। খাসিয়া পান দেশের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানীও হয়। এ সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ সবাই পান চাষের সাথে সম্পৃক্ত। এই পান জিআই স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে খাসিয়াদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

সিলেটের কমলা

আরেকটি বিখ্যাত ফলের নাম কমলা। এই কমলা সিলেটের পাশাপাশি যায় বিদেশেও। পুরাতন বই পত্রে পাওয়া যায় কমলার নাম। খাসিয়াপুঞ্জিতে উৎপাদিত কমলার সুখ্যাতি রয়েছে। সিলেটে দেড়'শ এর বেশি বাগানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয় কমলা। খাসিয়াপুঞ্জি ছাড়াও বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, জাফলং, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জে অধিক পরিমাণে কমলা চাষ হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক একটি কমলা গাছে ৩ থেকে সাড়ে ৪ হাজার কমলা পাওয়া যায় বছরে। কমলার স্বাস্থ্য উপকারিতার কথা আমরা সবাই জানি। সিলেটের কমলার স্বাদ ভিন্ন। তাই এই কমলার চাহিদা, সুনাম, ও পরিচিতি বাড়াতে জিআই স্বীকৃতির চেষ্টা করা দরকার।

এগুলো ছাড়াও সিলেটে অসংখ্য পণ্য রয়েছে জিআই স্বীকৃতি অর্জনের মতো। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সিলেটে বাড়তে পারে জিআই পণ্যের সংখ্যা।

মৌলভীবাজারের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

January 9, 2024
Admin

সিলেট বিভাগের একটি জেলার নাম মৌলভীবাজার। দেশের সবচেয়ে বেশি চা এই জেলায় হওয়ার কারণে ব্র্যান্ডিং স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে 'চায়ের দেশ মৌলভীবাজার'। এমনিতেও সকলের মাথায় ব্র্যান্ডিং হয়ে আছে চায়ের জেলা মৌলভীবাজার। এছাড়াও মণিপুরী বস্ত্র, উপজাতীদের বসবাস, আনারস সহ নানা কিছুর সাথে মৌলভীবাজারের পরিচিতি বহুবছরের। মৌলভীবাজারের আগর আতর শতভাগ রপ্তানিমুখী পণ্য। বাংলাদেশের জিআই পণ্যের সংখ্যা ২১টিতে উন্নতি হয়ে গেলেও এই জেলায় নেই একটিও। তবে আশার কথা হচ্ছে মৌলভীবাজারের আগর ও আগর আতর জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পাওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। হয়তো আগামী কয়েক মাসে আমরা পেয়ে যাবো জিআই মর্যাদাপূর্ণ নতুন দুটি পণ্য।

শুধু আগর আর আগর আতরই নয় মৌলভীবাজারের সম্ভাব্য জিআই পণ্য সম্ভাব্য জিআই পণ্য আরও রয়েছে। যেমন:

চা: মৌলভীবাজারের অর্থকরি ফসলের মধ্যে চা অন্যতম। এ জেলার চায়ের ইতিহাস বেশ পুরানো। রয়েছে চা শিল্পে অসংখ্য দলীলাদি। দেশের সবচেয়ে বেশি চাও উৎপাদন হয় মৌলভীবাজারে। এসব চা দেশের চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানী হয়। যা মৌলভীবাজারের ব্র্যান্ডিং ও অর্থনীতিকে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়েছে 'চা'।

পান: মৌলভীবাজারে দুই ধরনের পান পাওয়া যায়। ১. খাসিয়া পান ও মিষ্টি পান। খাসিয়া সম্প্রদায়ের লোকের বংশপরম্পরায় এই পান চাষ করে আসছেন যুগের পর যুগ। অন্য যেকোন পানের চেয়ে মৌলভীবাজারের খাসিয়া পানের চাষ ও বৈশিষ্ট্য আলাদা। তাদের পান সরাসরি বড় বড় গাছে চাষ করা হয়। এই পান সহজে পঁচন ধরে না এবং স্বাদ হয় স্বতন্ত্র। ২. মিষ্টি পান বা বাংলা পান। প্রায় দুইশ বছর ধরে মৌলভীবাজারের মনু নদীর তীরের চাষ করা হয় এই পান। তা মৌলভীবাজারের ঐতিহ্য। এই পান মিষ্টি স্বাদ যুক্ত এবং রয়েছে ঔষধি গুণ। এ জেলায় পানের সাথে মিশে আছে স্থানীয় সংস্কৃতি। মৌলভীবাজারের পান দুইটি রপ্তানি হয় বিদেশে। তাই এগুলো জিআই আওতায় চলে আসলে প্রচার ও বাজার উভয় বাড়বে।

আনারস: মৌলভীবাজারে আনারস চাষ হয় পাহাড়ি উঁচু-নিচু টিলায়। ষাটের দশকে বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয়েছিল আনারসের চাষ। হানি কুইন, জায়ান্ট কিউ ও জলডুবি আনারস চাষ হয় এই জেলায়। মৌলভীবাজারের আনরস রসে ভরপুর। এখানকার উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু আনারস চাষে বিশেষ উপযোগী।

লেবু: মৌলভীবাজারের মাটি ও আবহাওয়া লেবু চাষের বিশেষ উপযোগী হওয়ার কারণে পাহাড়ি উঁচু-নিজু টিলা ও বসতবাড়িতে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয় লেবুর। এসব লেবু স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে। প্রতি বছরই বাড়ছে লেবু চাষ। বাড়ছে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক লেনদেনও।

মুণিপুরি বস্ত্র : মৌলভীবাজারে মণিপুরিদের বসবাস ৪০০ বছরের। তাদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি ও কালচার। রয়েছে নিজস্ব বস্ত্রও। মণিপুরিদের বস্ত্র কেবল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালিদের মাঝেও। তাদের নাচ ও পোশাকে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথও। সম্প্রতি মণিপুরি শাড়ির জিআই আবেদন করেছে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড। তবে মণিপুরি শাড়ি ছাড়াও অন্যান্য পোশাকের জিআই নিবন্ধন নেওয়ার চেষ্টা করার সুযোগ রয়েছে।

সুনামগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

February 26, 2024
Admin

সুনামগঞ্জ একটি কৃষি অর্থনীতি নির্ভর জেলা। এখানকার সিংহভাগ মানুষ কৃষির সাথে কোন না কোনভাবে জড়িয়ে আছে। সুনামগঞ্জের কৃষি জমিতে ধান চাষের রয়েছে বৈচিত্র ও নিজস্বতা। এছাড়াও পাথর শিল্প, মৎস্য, সিমেন্ট শিল্প সুনামগঞ্জের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে। এ কারণে বলা হয়, মৎস্য, পাথর ও ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ। আরও বলা যায়, দেশের মিঠা পানির সর্ববৃহৎ জলাধার সুনামগঞ্জ। তাই এই জেলায় জিআই পণ্যের সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। আজকের আর্টিকেলে লিখছি, সুনামগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্য নিয়ে।

টেপি ধান

বোরো মৌসুমের একটি দেশি জাতের ধানের নাম টেপি ধান। এটি বহুকাল ধরে উৎপাদন হয়ে আসছে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায়। এই ধানের সাথে রয়েছে কৃষকদের দীর্ঘ ইতিহাস। টেপি ধানের জিআই স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে দেশ বিদেশে ব্র্যান্ডিং করার পাশাপাশি স্থানীয় উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর ব্যাপক সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

রাতা ধান

সুগন্ধ যুক্ত এক প্রকার ধানের নাম রাতা ধান। তা সুনমাগঞ্জের হাওর এলাকায় ভালো জন্মায়। রাতা ধান চাষের অনন্য দিক হচ্ছে এটি দেশি জাত এবং চাষাবাদে কৃত্রিম সারের প্রয়োজন হয় না। এই চালের ভাত হয় সুগন্ধ যুক্ত। রাতা ধান একটি বোর মৌসুমের চাল। সুনামগঞ্জ থেকে রাতা ধানের জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা যাতে পারে। এছাড়াও গোচি ধান নিয়েও একই ভাবে চেষ্টা করা যেতে পারে।

সুনামগঞ্জের মহাশোল

দেশের সুস্বাদু মাছের মধ্যে হাওরের মহাশোল অন্যতম। সুনামগঞ্জের হাওরগুলো এই মহাশোল ঘন ঘন ধরা পরে। এটি হাওরের ঐতিহ্য। মহাশোল মাছের জিআই স্বীকৃতি পেতে কাজ করতে পারে সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসন সহ সচেতন মানুষজন।

© DW/M. M. Rahman

ছবি: ইন্টারনেট

সুনামগঞ্জের শুঁটকি

প্রতি বছর নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত শুটকির ভরা মৌসুম থাকে সুনামগঞ্জে। এই শুটকি দেশ বিদেশের চাহিদা পূরণে খুবই ভূমিকা রাখে। সুনামগঞ্জের বহুরকমের শুটকির মধ্য থেকে ইতিহাস ও অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত কিছু শুঁটকির জিআই স্বীকৃতি নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। এছাড়াও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের পোশাক পরিচ্ছেদ, পাথর সহ অন্যান্য পণ্যের জিআই স্বীকৃতি চাইতে পারে সুনমগঞ্জ থেকে।

হবিগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

February 26, 2024
Admin

সিলেট বিভাগের একটি জেলার নাম হবিগঞ্জ। শিক্ষা, সাহিত্য ও অর্থনীতিতে একটি অগ্রসর জেলা এটি। এখানারকার মানুষের উপার্জনের প্রধান মাধ্যম কৃষি কাজ। এর মধ্যে ধান ছাড়াও চা বাগান, রাবার বাগান উল্লেখযোগ্য। হবিগঞ্জেরে কিছু শিল্প কারখানাও রয়েছে।

হবিগঞ্জে বাঙালিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীদেরও বসবাস রয়েছে। তাদের প্রায় সবকিছুতেই আছে ভিন্নতা ও বৈচিত্রতা। এমনকি পেশা ও খাদ্যাভ্যাসে। হবিগঞ্জে নানাদিকে বৈচিত্র থাকলেও কোন জিআই পণ্য নেই। তাই আজকে আলোচনা করবো হবিগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্য নিয়ে।

হবিগঞ্জের চা

চা শিল্পের জন্য হবিগঞ্জ বেশ বিখ্যাত। এই জেলার চা দেশের চাহিদায় জোগান দেওয়ার পাশাপাশি বিদেশের মাটিতেও রপ্তানি হয় বিভিন্ন কোম্পানীর মাধ্যমে। হবিগঞ্জের চা চাষ শুরু হয়েছিল বহু আগে থেকে। এখানকার চায়ের স্বত্বন্ত্র বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে জিআই স্বীকৃতি অর্জনের চেষ্টা করার সময় এসেছে। মৌলভীবাজারের কোন চা জিআই স্বীকৃতি পেলে তা জেলা ব্র্যান্ডিং এর পাশাপাশি জেলার অর্থনীতি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

হবিগঞ্জের ছিকর

এঁটেল মাটি থেকে প্রস্তুতকৃত পোড়ামাটির বিস্কুটের নাম ছিকর। এটির উৎস এলাকা হবিগঞ্জ। এখানকার কিছু মানুষের প্রধান খাবার হিসেবে ছিকর বিবেচিত। উৎপাদন পদ্ধতিতে রয়েছে বৈচিত্র। যেহেতু সব জায়গার মাটি দিয়ে ছিকর উৎপাদন করা সম্ভব হয় না তাই বলা যায় এটি কেবল হবিগঞ্জের পাহাড়ি এঁটেল মাটি দ্বারাই প্রস্তুত করা যায়। মূলত নারীরাই এই ছিকর তৈরি ও বিক্রির সাথে জড়িত। ছিকরকে কেন্দ্র করে নবীগঞ্জ উপজেলার দিনারপুর পরগনায় একটি শিল্প গড়ে উঠেছে। এই ছিকর তাদের ঐতিহ্যবাহী একটি খাবার। ছিকর ললিপপ ও বিস্কুটের আকৃতির হয়ে থাকে। এই অঞ্চলের নারীরা বংশপরম্পরায় ছিকর শিল্পের সাথে জড়িত। কারিগরি দক্ষতা কিংবা মাটির হেরপের হলে ছিকরের ঘ্রাণ ও স্বাদ খুঁজে পাওয়া কষ্ট। ছিকরের জিআই স্বীকৃতি অর্জনের পর আফ্রিকা অঞ্চলে রপ্তানির সুযোগ আছে হবিগঞ্জের ছিকর।[১] [২]

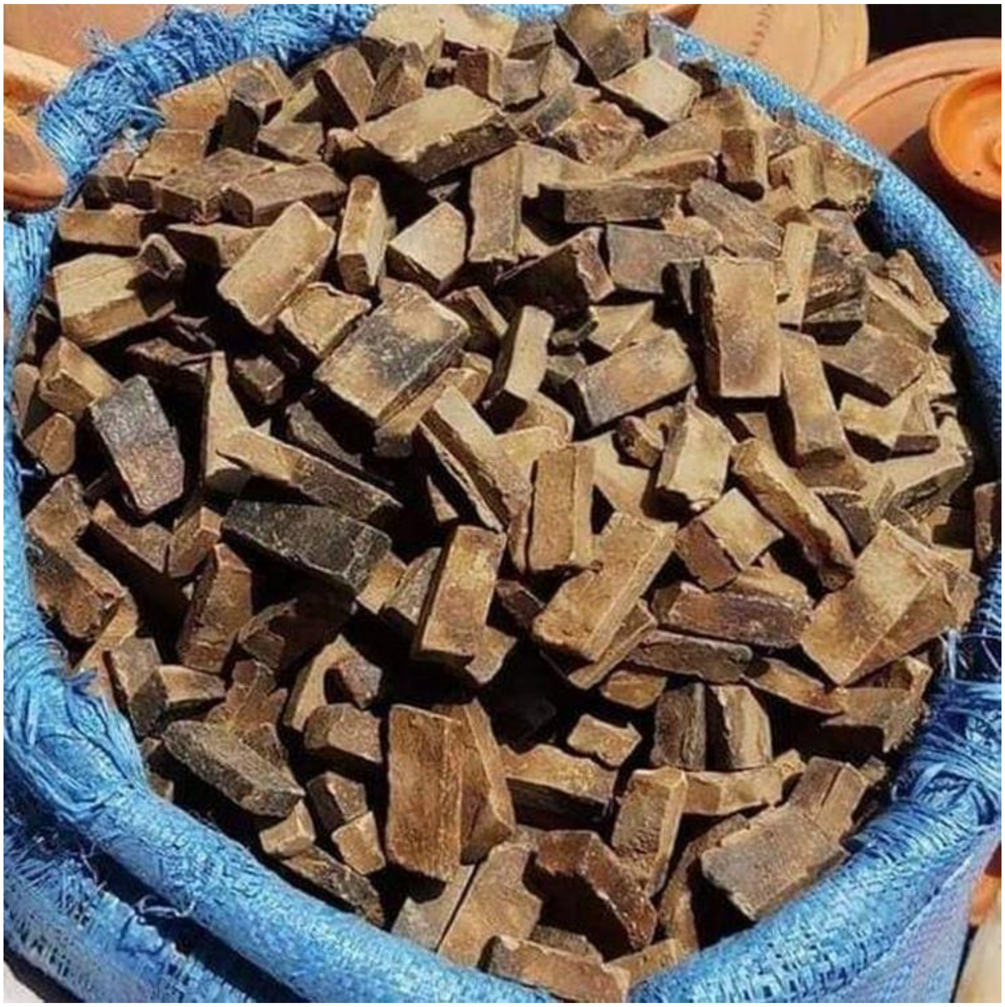

চা এবং ছিকর ছাড়াও হবিগঞ্জের বিশেষ পণ্যগুলো জিআই স্বীকৃতির অধীনে আনার চেষ্টা করা দরকার। বিশেষ করে যেসব পণ্যের সাথে এই অঞ্চলের মানুষের কারিগরি দক্ষতা জড়িত, প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত অথবা কৃষি বা শিল্পজাত পণ্যগুলো। অর্থাৎ জিআই আইন অনুসারে যেসব পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেতে পারে সে সব পণ্যের জিআই স্বীকৃতি চেষ্টা করার সুযোগ রয়েছে।